দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 JUN 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

043

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পরীক্ষকদের মুচলেকা

সংবাদ শিরোনাম "এইচ, এস, সি পরীক্ষার প্রথম দিনে ঢাকার সহস্রাধিক বহিষ্কৃত আমাদের নিকট নিশ্চয় কলুষমুক্ত একটা ভবিষ্যৎ সমাজের প্রত্যয় বহন করছে। পরীক্ষার হলগুলোতে কড়াকড়ি করলে, নকলবাজদের বহিষ্কার করলে এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের সংগে সংগে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভবপর। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী ও পরীক্ষার হলের ব্যাপারগুলো থেকে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টি ভিন্ন একদিকে নিবিষ্ট করলে আমরা কী দেখতে পাই, তার একটা মূল্যায়ন হোক। অন্য বোর্ডের ব্যাপার জানি না--রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এ বছর পরীক্ষকদের জন্য কিছু নিয়ম কার্যকর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষক হবার দরখাস্তের সংগে একটা মুচলেকা লিখে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল---তাতে পরীক্ষকদের অবশ্যই লিখিতভাবে বলে দিতে হবে যে, তারা 'প্রাইভেট' পড়ান না, গৃহশিক্ষকতা করেন না। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিল, যে সকল শিক্ষক 'প্রাইভেট' পড়ান বা 'গৃহশিক্ষকতা' করেন তাঁদের পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কাজ দেয়া হবে না।

আমি রাজশাহী-শহরে বাস করি---অনেকগুলো সন্তানের পিতা; তারা স্কুল হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। শহরের দামী শিক্ষকরা (সরকারের কাছ থেকে ভারী বেতন পান এবং প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীদ্বারা সদা পরিবৃত) বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির প্রতি প্রথমাবস্থা হতেই বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিষয়টি সবাই চেপে গেছেন; কারণ এই সকল দামী-নামী শিক্ষকরাই ক'দিন আগে অ্যাটাশে ব্যাগ হাতে ঢাকা যশোর কুমিল্লা ঘুরে প্রশ্নপত্র তৈরী, 'মডারেশন' ইত্যাদির কাজ করে ফিরে এলেন। তাঁরা কেন বোর্ডে গেলেন, কি করে এলেন, সবই প্রাইভেট ছাত্রদের জন্য নিজেদের মূল্য নিরূপণের সুযোগ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁরাই এসব গল্প করে থাকেন। তাঁরাই আবার হেড একজামিনার। এই নকলবাজদের কে ধরবে এবং জাতীর জীবন থেকে কে এদের উৎখাত করবে।

এসব ছাড়াও শিক্ষক-পরীক্ষকদের আরও অন্য দিক রয়েছে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষকদের। এঁদের অনেকেই অত্যন্ত পরিচিত 'ক্রিমিনাল'। তাঁদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে 'ব্যবহারিক পরীক্ষায়' মার্ক পাওয়া যাবে না। অনেকে না পড়িয়েও পরীক্ষার আগে ছাত্রদের কাছ থেকে নগদ টাকা আদায় করে। এঁরা কারা? এদের অনেকেই কিন্তু হেড-একজামিনার, পরীক্ষক এঁরাই কিন্তু ব্যবহারিক পরীক্ষায় 'একস্টারনাল' বা 'ইন্টারনাল'। এই সব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী, জ্ঞান-পাপী পরীক্ষক বা পরীক্ষাকাজের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সরকার বা দেশ কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আমার মনে হয় পরীক্ষার হল থেকে কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রী বহিষ্কার করলেই জাতীয় জীবনে কল্যাণ আসবে না। পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বোর্ডের আইন পুরোপুরি জানা হচ্ছে কিনা তার একটা তদন্ত করে "মিথ্যাবাদী", লোভী পরীক্ষকদের পরীক্ষার কাজ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম,
২১ কাজিহাটা, রাজশাহী।

সম্মান পরীক্ষা পিছাবেন না

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের '৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের সমাপনী পরীক্ষা '৮৭তে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা '৮৯ সাল পর্যন্ত গড়ায়। প্রথমে '৮৯ সালের ১২ই জুন পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হলেও পুনরায় তা পরিবর্তন করে ২৪শে জুলাই করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরীক্ষার তারিখ নাকি আবার পিছানোর চিন্তাভাবনা চলছে। আমাদের শিক্ষাজীবনের মূল্যবান ২টি বছর চলে যাওয়ার পরও পরীক্ষা পিছানোর কোন যৌক্তিকতা দেখি না। অন্যদিকে আছে সরকারী চাকরির বয়সের সমস্যা। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, ৩য় বর্ষ সম্মান পরীক্ষা আর পিছাবেন না।

সুধাংশু নাথ,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সম্মান ৩য় বর্ষ)
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ।

পরীক্ষার মার্কসশীট

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাণিবিদ্যা (মাৎস্য) বিভাগ হইতে সনাতন পদ্ধতিতে ১৯৮৫ সালের মাষ্টার্স ডিগ্রী শেষ পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ে আমাদের উক্ত পরীক্ষার মার্কসশীট স্ব স্ব কলেজে প্রেরণ করার কথা; কিন্তু অদ্যাবধি মার্কসশীট না পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আমরা চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিতেছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদিগকে তাগাদা দিয়াও আমরা নিরাশ হইয়াছি।

সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন, অতিসত্বর আমাদের পরীক্ষার মার্কসশীট স্ব স্ব কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মোঃ মাহমুদুর রহমান গেলিন,
এম, এস-সি
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
সরকারী জগন্নাথ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।